৪. লিগ অফ নেশনস কেন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করতে অসমর্থ হয়েছিল? (ক. বি. ২০০১)

অথবা

লিগ অফ নেশনস তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে কেন অসমর্থ হয়েছিল? (ক. বি. ২০০৩)

অথবা

লিগ ও নেশনস তার লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল কেন? (ক. বি. ২০০৫)

অথবা

লিগ অফ নেশনসের ব্যর্থতার পেছনে কী কী কারণ ছিল? (ক. বি. ২০০৭)

অথবা

লিগ ও নেশনসের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা করো। (ক. বি. ২০০৯)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করে আন্তর্জাতিক শান্তি বিধানের উদ্দেশ্যে উড্রো উইলসন তাঁর চোদ্দো দফা দাবিতে লিগ অব নেশনস্ গঠনের প্রস্তাব দেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক ভাবে লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো লিগ খুব সীমিত ক্ষেত্রেই সাফল্য দেখাতে পেরেছিল। বলকান সমস্যা, তুরস্ক-ইরাক সমস্যা, লিথুয়ানিয়া-পোল্যান্ড সমস্যার কথা বাদ দিলে লিগ খুব অল্প সমস্যারই সমাধান করতে পেরেছে। লিগ মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু সীমিত কার্যকারিতা দেখালেও তার প্রধান দায়িত্ব বিশ্বকে যুদ্ধ মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। অচিরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সন্ধি-চুক্তির দ্বারা বলবৎ হওয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা রক্ষণের জন্য লিগ স্থাপন করে বিজয়ী শক্তিবর্গ। কিন্তু বিজিত দেশগুলোর সঙ্গে হওয়া এই সব সন্ধি-চুক্তিগুলো সব দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এই সব সন্ধি না মেনে বিজিত শক্তিগুলির সঙ্গে আলাদা সন্ধি-চুক্তি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিগের সদস্য হয়নি। ফলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনও শক্তি লিগে ছিল না। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স লিগের যৌথ নিরাপত্তার প্রশ্নে ঐকমত্যে আসতে পারেনি। গর্ডন ক্রেগ মনে করেন মার্কিন লিগের সদস্য না হওয়াই লিগের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ। জার্মানি, জাপান, ইতালি ও তুরস্ক বেশির ভাগ সময় লিগের সদস্য ছিল না। রাশিয়া লিগকে পুঁজিপতিদের সংস্থা হিসেবে গণ্য করত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, জার্মানি, জাপানের মতো দেশগুলো লিগের বাইরে থাকায় শান্তি রক্ষার কাজ ব্যাহত হয়।

Scanned with CamScanner

লিগের কার্যাবলি পরিচালনায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থবিরোধ অচিরেই প্রকট হয়ে ওঠে। বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে এই দুই দেশের ছিল তীব্র অমিল। ইংল্যান্ড লিগকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স লিগের নিরাপত্তা রক্ষার দিক আরও সবল করতে বলে। শেষ অবধি ফ্রান্স লিগের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আস্থা হারায়। একটি বিশেষ সময়ে যুগের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া প্রতিষ্ঠান সময়ের সঙ্গে তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। লিগের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। পৃথিবীর পরিবর্তনকামী শক্তিগুলি এই সময় খুব সক্রিয় ছিল। এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সর্বত্র স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন।

বিশ শতকের তিরিশের দশক ছিল ইউরোপের ইতিহাসে এক ঘোরতর সংকটের সময়। এই সময় অর্থনৈতিক মহামন্দা ইউরোপের অর্থনীতিতে এক বিশাল আঘাত হানে। ইউরোপের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ইউরোপে এক ধরনের হতাশার জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় জার্মানি, ইতালি ও জাপানে একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্র স্থাপিত হয়। জার্মানিতে হিটলার, ইতালিতে মুসোলিনি এবং জাপানে তোজো সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের পথ ধরে। ন্যায়নীতি ও আন্তজার্তিক আইন অগ্রাহ্য করে এরা পররাজ্য আক্রমণ করলে লিগ এদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে। এতে এই তিনটি দেশ লিগের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

লিগ কভেন্যান্টের ১৫ ও ১৬ ধারায় আক্রমণকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই ধারা দুটি প্রয়োগ করে আক্রমণকারীকে চিহ্নিত করা যায়নি বা চিহ্নিত করা গেলেও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। পরবর্তী কালে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতামূলক হলেও, জাপান চিনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশটি দখল করলেও কাউন্সিল জাপানকে নিরস্ত করতে পারেনি। ইতালি, আবিসিনিয়া দখল করলেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। লিগ ইতালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করলেও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। লিগের ব্যর্থতা হিটলারের আগ্রাসন নীতি প্রসারের পথ করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানি সম্পর্কে যে নীতি অনুসরণ করে তার ফলে লিগের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল দুর্বল। জার্মানি সম্পর্কে তোষণনীতি অনুসরণ করে তার আগ্রাসনকে প্রশ্রয় দিয়েছিল ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইউরোপের মহাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফ্রান্স তার নিরাপত্তার জন্য লিগের

Scanned with CamScanner

ওপর ভরসা রাখতে পারে না। একক ভাবে নিরাপত্তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। ইংল্যান্ড এই সময় বিশ্বশান্তি রক্ষার থেকেও সারা বিশ্বজুড়ে বাণিজ্যে বেশি মন দিয়েছিল। দূর প্রাচ্যে ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি করছিল জাপান। সে ক্রমশ পার্শ্ববর্তী দুর্বল দেশগুলির বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইল। ইতালি বৃহৎ শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এদিকে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যেকার বিরোধকে জাতীয় স্বার্থ পূরণের কাজে লাগায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মার্কিন রাজনীতি নতুন মোড় নিয়ে। বিশ্বরাজনীতি থেকে সরে এসেছিল দেশের আভ্যন্তরীণ স্বার্থে। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরোধ নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনাকে সফল হতে দেয়নি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইউরোপ আবার সমর সজ্জায় মেতে ওঠে।

লিগের সাংগঠনিক ও সাংবিধানিক ত্রুটিও অনেকাংশে লিগের দুর্বলতার জন্য দায়ী । দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে লিগ কাউন্সিলের দায়িত্ব ছিল আক্রমণকারী দেশকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু লিগ চুক্তিপত্রের ১৫ নং ধারা অনুসারে গৃহীত শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সাধারণ সভা বা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত না হলে যুদ্ধ ঘোষণা করার পথে বাধা ছিল না। শান্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যিক বলে মনে করেনি। লিগ সংবিধানের এই গুরুতর ত্রুটি এই সংস্থার যুদ্ধ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল। জাপান, ইতালি ও জার্মানির বিরুদ্ধে লিগ সামরিক ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এতে লিগের নৈতিক পরাজয় ঘটে।

লিগের আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার অসাফল্যের অন্যতম বড় কারণ হলো লিগের নিজস্ব পুলিশ বা সামরিক বাহিনী ছিল না। লিগের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী না থাকায় বিরোধী অঞ্চলে শান্তি রক্ষা দুরূহ হয়ে পড়ে। লিগ তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বৃহৎ শক্তির সৈন্যবাহিনীর সাহায্য পায়নি।

ডেভিড টমসন জানিয়েছেন যে, লিগের ব্যর্থতার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির অসহযোগিতার মনোভাবকে দায়ী করেছেন। লিগের সদস্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরি করেনি। বরং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশান্তি ও অস্থিরতার বাতাবরণ তৈরি করেছিল।

এই রকম পরিস্থিতিতে লিগের ব্যর্থতা ছিল প্রায় অনিবার্য। জে. পি. গুচ লিগের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, লিগের মতো একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে আন্তর্জাতিক মানসিকতা ও পরিবেশের ওপর। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি চুক্তিতে কোণঠাসা বিজিত শক্তি।

Scanned with CamScanner